ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় পক্ষের কৃষি

সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, আপনাদের সবার জন্যা শুভ কামনা। আসুন আমরা জেনে নেই ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় পক্ষে কৃষিতে করণীয় কাজগুলো সম্পর্কে।

আমন ধান: এসময় স্থানীয় জাতের আমন ধান পেকে যাবে তাই ধান কাটার পরপরই জমি চাষ দিয়ে রাখতে হবে, এতে শীতকালে মাটিতে রস কমে যায় বলে সবজি ক্ষেতে চাহিদামাফিক নিয়মিত সেচ দিতে হবে। এ ছাড়া আগাছা পরিষ্কার, গোড়ায় মাটি তুলে দেয়া, সারের উপরিপ্রয়োগ ও রোগবালাই প্রতিরোধ করা জরুরি।বাস্পীভবনের মাধ্যমে মাটির রস কম শুকাবে। আগামী মৌসুমের জন্য বীজ রাখতে চাইলে প্রথমেই সুস্থ্য সবল ভালো ফলন দেখে ফসল নির্বাচন করতে হবে। এরপর কেটে, মাড়াই-ঝাড়াই করার পর রোদে ভালমত শুকাতে হবে। শুকানো গরম ধান আবার ঝেড়ে পরিস্কার করতে হবে এবং ছায়ায় রেখে ঠান্ডা করতে হবে। পরিস্কার ঠান্ডা ধান বায়ু রোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ রাখার পাত্রটিকে মাটি বা মেঝের উপর না রেখে পাটাতনের উপর রাখতে হবে। পোকার উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে হলে ধানের সাথে নিম, নিসিন্দা, ল্যান্টানার পাতা শুকিয়ে গুড়ো করে মিশিয়ে দিতে হবে।

বোরো ধানঃ সুস্থ সবল নীরোগ চারা উৎপাদনের জন্য এসময় বোরো ধানের বীজতলার যত্ন নিতে হবে। বীজতলায় সব সময় নালা ভর্তি পানি রাখতে হবে। চারাগাছ হলদে হয়ে গেলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এরপরও যদি চারা সবুজ না হয় তবে প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম দিতে হবে। বোরো ধানের চারা রোপনের উপযুক্ত সময় এখনই। চারা রোপণের জন্য মূল জমি সঠিক পদ্ধতিতে ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে ভালো ফলনের জন্য একই জাতের সমকালীন চাষাবাদ করতে হবে। লাইন থেকে লাইন ৮ ইঞ্চি ও গোছা থেকে গোছা ৮ ইঞ্চি দিয়ে রোপন করতে হবে। জমিতে জৈবসার দিতে হবে এবং শেষ চাষের আগে দিতে হবে ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার দিতে হয়। জাতভেদে চারার বয়স ৩০-৪৫ দিন হলে মূল জমিতে চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর প্রথম কিস্তির ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

ভুট্টাঃ ভুট্টা চাষের উপযুক্ত সময় এখনই। এক হেক্টর জমিতে বীজ বপনের জন্য ২৫-৩০ কেজি ভুট্টা বীজের প্রয়োজন হয়। হাইব্রিডের ক্ষেত্রে বীজের মাত্রা এর অর্ধেক হবে। ভাল ফলনের জন্য সারিতে বীজ বপর করতে হবে। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭৫ সেমি এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ২৫ সেমি রাখতে হবে। মাটি পরীক্ষা করে জমিতে সার প্রয়োগ করলে কম খরচে ভাল ফলন পাওয়া যায়। বীজ গজানোর ৩০-৩৫ দিন পরে ভুট্টা ক্ষেতে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করে গাছের গোড়ার মাটি তুলে দিয়ে সেচ প্রয়োগ করতে হবে। গাছের নিচের দিকের মরা পাতা ভেঙে দিতে হবে।

সূর্যমুখীঃ এসময় সূর্যমুখী আবাদ করতে পারেন। জাতভেদে হেক্টর প্রতি ১২-১৫ কেজি বীজ প্রয়োজন। তবে হাইব্রিড জাতের জন্য বীজের পরিমান কম লাগে। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর প্রথম কিস্তির ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করতে হবে। উপরি সার প্রয়োগের পর হালকা একটি সেচ দিতে হবে। মাটিতে রস কমে গেলে ২০-২৫ দিন পর পর আরো দুই বার সেচ দিতে হবে।

আলুঃ রোপনের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে দুই সারির মাঝে ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ কোদালের সাহায্যে মাটি কুপিয়ে সারির মাঝের মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হবে। ১০-১২ দিন পরপর এভাবে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে না দিলে গাছ হেলে পড়বে এবং ফলন কমে আলু ফসলে নাবি ধসা রোগ দেখা দিতে পারে। নিম্ন তাপমাত্রা, কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া ও বৃষ্টির পূর্বাভাস পাওয়ার সাথে সাথে ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে। গাছে রোগ দেখা দেয়া মাত্রই ৭ দিন পর পর সিকিউর অথবা অ্যাক্রোভেট এম জেড ২ গ্রাম/লিটার হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। মড়ক লাগা জমিতে সেচ দেয়া বন্ধ রাখতে হবে। তাছাড়া মালচিং, সেচ প্রয়োগ, আগাছা দমনের কাজগুলোও করতে হবে।

ডাল ফসলঃ ডাল আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। মাঠে এখন মসুর, মটর, খেসারি, ছোলা প্রভৃতি ডাল ফসল আছে। আর বপন করে না থাকলে দ্রুত বপন করুন। সারের উপরি প্রয়োগ, প্রয়োজনে সেচ, আগাছা পরিস্কার, বালাই ব্যবস্থাপনাসহ সঠিক পরিচর্যা সময়মত যথাযথভাবে করতে পারলে কাংখিত ফলন পাওয়া যাবে।

শাক-সবজিঃ মাঠে এখন অনেক সবজি বাড়ন্ত পর্যায়ে আছে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন, ওলকপি, শালগম, গাজর, শিম, লাউ, কুমড়া, মটরশুঁটি এসবের নিয়মিত যত্ন নিতে হবে। বিভিন্ন শাক যেমন- লালশাক, মুলাশাক, পালংশাক একবার শেষ হয়ে গেলে আবার বীজ বুনে দিতে পারেন। টমেটো ফসলের মারাত্মক পোকা হলো ফলছিদ্রকারী পোকা। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে এ পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রতি বিঘা জমির জন্য ১৫টি ফাঁদ স্থাপন করতে এতে পোকা দমনের সাথে সাথে পরিবেশও ভাল থাকবে। জমিতে প্রয়োজনে সেচ প্রদান করতে হবে। টমেটো গাছের অতিরিক্ত ডাল ভেঙে দিয়ে খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। শীতকালে মাটিতে রস কমে যায় বলে সবজি ক্ষেতে চাহিদামাফিক নিয়মিত সেচ দিতে হবে। এ ছাড়া আগাছা পরিষ্কার, গোড়ায় মাটি তুলে দেয়া, সারের উপরিপ্রয়োগ ও রোগবালাই প্রতিরোধ করা জরুরি।

ফলদ গাছসহ অন্যান্য বৃক্ষের পরিচর্যাঃ বর্ষায় রোপণ করা ফল, ওষুধি বা বনজ গাছের যত্ন নিতে হবে। গাছের গোড়ায় মাটি আলগা করে দিতে হবে এবং আগাছা পরিস্কার করে দিতে হবে। প্রয়োজনে গাছকে খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। গাছের গোড়ায় জাবরা প্রয়োগ করলে তা পানি ধরে রাখবে। মাটিতে রসের পরিমান কমে গেলে গাছের গোড়ায় সেচ প্রদান করতে হবে। এ সময় গাছের বাড়বাড়তি কম হয় তাই পারতপক্ষে এখন গাছের ডালপালা কাটা ঠিক হবে না। রোপনকৃত খাটো জাতের নারিকেল গাছে তিন মাস পর পর সার প্রয়োগসহ অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা ও রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

কৃষির যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার এলাকায় নিয়োজিত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অথবা নিকটস্থ উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন। কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বর বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে যেকোনো মোবাইল অপারেটর থেকে কল করে জেনে নিতে পারেন কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ।

কৃষিবিদ মোঃ মনিরুল ইসলাম
জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ,ঝালকাঠি